তন্মধ্যে সাক্ষাৎভক্তিই যে পরমধর্ম্ম এবং মনেরও অগোচর ফলদান প্রভৃতিতে সমর্থা—সে সমুদায় মহিমার কথা দূরে থাকুক্, যখন অলৌকিক-কর্ম্ম শ্রীভগবানে অর্পিত হইলে ভক্তিস্বরূপতা ও ভক্তির অনুগতি প্রাপ্ত হয়, সেই সকল কর্ম্মও যে পরমধর্ম্ম, তাহাও এস্থলে উদাহরণরূপে উল্লেখ করা হইবে—

যো যো ময়ি পরে ধর্ম্মঃ কল্প্যতে নিষ্ফলায়তে।
তদায়াসো নিরর্থঃ স্যাদ্ভয়াদেরিব সত্তম ॥ ১১।২৯।২১ ॥

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীউদ্ধবকে কহিলেন—হে উদ্ধব! মদ্বিষয়ক ধর্ম্ম যে ধ্বংস হয় না, তাহা আর কি বলিব? যেহেতুক, যে সকল লৌকিককর্ম্ম নিরর্থক অর্থাৎ বিফলশ্রম, সে সমুদয় কর্ম্মও যদি নিষ্কামভাবে আমাতে অর্পিত হয়, তাহা হইলে ধর্ম্মরূপে পরিগণিত হয়। লৌকিককর্ম্ম যে বিফল পরিশ্রম, অর্থাৎ পরিশ্রমবহুল অথচ ফলশূন্য সেই বিষয়েই দৃষ্টান্ত দিতেছেন; যেমন—অত্যন্ত ভয়ে পলায়ন ও শোকাদিজন্য ক্রন্দন প্রভৃতি দুঃখ যেমন বিফল, অর্থাৎ পলায়নে ভয়ের নিবৃত্তি হয় না বা ক্রন্দনে শোকাদির নিবৃত্তি হয় না। সেই প্রকার লৌকিককর্ম্মে পরিশ্রমেরই বাহুল্য, কিন্তু ফল কিছুই নাই। বিশুদ্ধা ভক্তির কথা শ্রবণ-কীর্ত্তনাদির দ্বারাও যে পাপনিবৃত্তি হইয়া থাকে, তাহাও "শ্রুতোঽনুপঠিতো ধ্যাত আদৃতো বানুমোদিতঃ। সদ্যঃ পুণাতি সদ্ধর্ম্মো দেব বিশ্বদ্রুহোঽপি হি॥" ১১।২ অধ্যায়ে শ্রীপাদ দেবর্ষি নারদ শ্রীল বসুদেব মহাশয়কে কহিলেন—হে বসুদেব! ভাগবত-ধর্ম্ম শ্রবণ করিলে, পাঠ করিলে, ধ্যান করিলে, আদর করিলে ও অনুমোদন করিলে বিশ্বদ্রুহপাতক হইতেও পাতকীগণকে পবিত্র করিয়া থাকে—এইরূপ উল্লেখ দেখা যায়। পদ্মপুরাণে মাঘস্নান-মাহাত্ম্যে যমদূতগণের বাক্যেও এইরূপ উল্লেখ পাওয়া যায়—

"প্রাহাস্মান্ যমুনাভ্রাতা সাদরং হি পুনঃ পুনঃ।
ভবদ্ভির্বৈষ্ণবস্ত্যাজ্যো বিষ্ণুঞ্চেদ্ভজতে নরঃ ॥
বৈষ্ণবো যদ্গৃহে ভুঙ্‌ক্তে যেষাং বৈষ্ণবসঙ্গতিঃ।
তেঽপি বঃ পরিহার্য্যাঃ স্যুস্তৎসঙ্গহতকিল্বিষাঃ ॥

যমুনাভ্রাতা যম আদরের সহিত আমাদিগকে বারংবার বলিয়াছিলেন—যে মানুষ শ্রীবিষ্ণুকে ভজন করে, তোমরা সেইসকল বৈষ্ণবগণকে ত্যাগ করিও, অর্থাৎ তাহাদের প্রতি তোমাদের কোন অধিকার নাই। এমন কি—যাহার গৃহে বৈষ্ণব ভোজন করে এবং যাহাদের বৈষ্ণবসঙ্গ আছে, তাহাদিগকেও পরিত্যাগ করিও। যেহেতুক, বৈষ্ণবসঙ্গ-প্রভাবে তাহাদের